W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 222 /WBHRC/SMC/2017

Date: 30.10.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Eaisamay' a Bengali daily dated 30. 10. 2017, captioned 'একলা মাকে ঘরে তালাবন্ধ রেখে বেড়াতে গেল ছেলে'

Sub-Divisional Officer, Sadar-Alipore is directed to take necessary action under the provisions of the Maintenance and Welfare of the Parents and Senior Citizens Act, 2007 and submit a report to the Commission by 15th December, 2017.

30/10/17

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

30/10/17

(Naparajit Mukherjee)
Member

30/10/17

(M.S. Dwivedy)
Member

Ld. Registrar

একলা মাকে ঘরে তালাবন্ধ রেখে বেড়াতে গেল ছেলে

প্রতিবেশীরা জোগালেন খাবার, পুলিশের উপস্থিতিতে উদ্ধার

এই সময়: ছেলে-পুত্রবধূ বেড়াতে গিয়েছেন আন্দামান। বাইরে থেকে বন্ধ দরজা। বাড়ির পিছন দিকে একটা অ্যাসবেস্টসের ঘরে একলা পড়ে নবতিপর বৃদ্ধা। শনিবার ভোর থেকে এ ভাবে পড়ে থাকার পর রবিবার দুপুরে ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করল পুলিশ। তখন বেশ অসুস্থ তিনি। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি আনন্দপুরের। রবিবার রাত পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। যাঁর বিরুদ্ধে মাকে অবহেলার অভিযোগ, সেই ছেলের মোবাইল নম্বর না মেলায় তার সঙ্গেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ওই বৃদ্ধাকে খাবার জুগিয়েছেন প্রতিবেশীরাই।

বছর ৯৬-এর ওই বৃদ্ধার পাঁচ মেয়ে দুই ছেলে। বৃদ্ধার জামাই জানাচ্ছেন, বছর পাঁচেক আগে থেকে বড় ছেলের সঙ্গে থাকছিলেন ওই বৃদ্ধা। অভিযোগ, এই সময়ের মধ্যে মাকে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মায়ের হাতে থাকা যাবতীয় সম্পত্তি লিখিয়ে নেন তিনি। এর পর থেকেই শুরু হয় অবহেলা। মাঝে মধ্যে তা অত্যাচারের পর্যায়েও চলে যেত বলে জানিয়েছেন বৃদ্ধার জামাই। হামেশাই খাবার দেওয়া হত না তাঁকে। সব্জি কিনে এনে তাঁকে রান্না করার জন্য দেওয়া হত। জামাইয়ের আরও অভিযোগ, 'এর পর থেকেই আর ছয় ছেলেমেয়ের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না তাঁর।'

বৃদ্ধার মেজ মেয়ে বলেন, 'গত মাস আটেক ধরে মা আমাদের সঙ্গে, আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। ভাইফোঁটার দিন আবার দাদার বাড়িতে মাকে দিয়ে যাই। ওদের বেড়াতে যাওয়ার কথা জানতাম। তবে ওরা কবে যাবে না যাবে তা জানা ছিল না। শনিবার বাড়ি যাওয়ার আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখি বাড়ির দরজায় তালা দেওয়া। আমি বাইরে থেকে মাকে ডাকাডাকি করতে বাড়ির পিছন দিক থেকে মায়ের সাড়া পাই।' বাড়ির বাইরে দিয়ে পিছন দিকটায় গিয়ে তিনি দেখেন বাড়ির প্যাসেজ লাগোয়া ঘরে তাঁর মা রয়েছেন। পুরো বাড়ি তালাবন্ধ। তাঁর মা জানান, ওরা তাঁমাকে এখানে রেখে গিয়েছে। প্রতিবেশী এক মহিলা এসে তাঁকে ভাত দিয়ে গিয়েছেন। রবিবার দুপুরে পুলিশের উপস্থিতিতে তাঁকে ওই ঘর থেকে বার করা পর্যন্ত ছেলে মেয়েরাই এসে এসে খাবার দিয়ে গিয়েছেন বৃদ্ধাকে।

শনিবার দুপুরেই খবর পান জামাই। তাহলে বৃদ্ধাকে ওই জায়গা থেকে উদ্ধার করতে এত দেরি হল কেন?

বন্ধ বাড়ির এককোণে পড়ে থাকা সেই বৃদ্ধা —এই সময়

তাঁর কথায়, 'শনিবার আমরা যখন খবর পাই তখন আমরা সবাই যে যার কাজের জায়গায় চলে গিয়েছি। তখন আর আসা সম্ভব ছিল না। রবিবার সকালেই আমি এবং আমার স্ত্রী এখানে চলে আসি। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। প্রতিবেশীরাও আসেন। পুলিশ না এলে আমরা মাকে বের করতে পারছিলাম না। পাছে আবার কোনও আইনি জটিলতা তৈরি হয়। তবে আমরা সবাই এখানে মায়ের কাছেই ছিলাম।' পরে দুপুর বেলা পুলিশের উপস্থিতিতে ওঁকে বার করা হয়। তবে এ দিন রাত পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। পরিবারের কারও থেকেই পাওয়া যায়নি বৃদ্ধার বড় ছেলের মোবাইল নম্বর। ফলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করাও সম্ভব হয়নি।